আবার আঘাত করল মোল্লা। "আগে জুলেখাকে ছাড়। আর কোনদিন ঢুকবি না। তোর জবান চাই আমি। জবান ভাঙলে অনন্তকাল দোযখে পুড়ে মরবি।"

চাঁদনী পাগলের মত ছটফট করছে। হাত এবং পায়ের দড়ি ছিড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। ভয়ংকর রাগে ফুঁসছে সে। খাটটাকে ঝাঁকি দিয়ে শুন্যে তুলে ফেলছে। কিন্তু বাঁধন ছিড়তে পারছে না। আবার একটা আঘাত করল মোল্লা। জিনিয়া লক্ষ্য করল জুলেখার একটা পায়ের পাতা কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আর সহ্য করতে পারল না সে। তীব্র গলায় বলল, "অনেক হয়েছে। বন্ধ কর এইসব। ঐ লোকটা যেন জুলেখার গায়ে আর হাত না দেয়।"

মিজানকে অসহায় মনে হল। সে রহমতের দিকে তাকাল। মোল্লা এক মুহূর্তের জন্য ওদের দিকে তাকিয়ে ভর্তসনা করল , "চুপ করুন আপনারা।"

জিনিয়া এগিয়ে এল। "আপনি বন্ধ করুন এইসব। একদম মারবেন না আর। এসব কি করছেন আপনি?"

মোল্লা রহমতের দিকে তাকাল। রহমত জিনিয়াকে হাত ধরে টেনে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এল। "মা, এই সময় সমস্যা করিস না। বিশ্বাস কর, চাঁদনীকে এইভাবে ছাড়া ভাগানো যাবে না। এটাই আমাদের একমাত্র উপায়। একটু রক্ত পড়ছে কিন্তু ওটা দু' দিনেই সেরে যাবে। কিন্তু চাঁদনী না যাওয়া পর্যন্ত জুলেখা স্বাভাবিক ভাবে বাঁচতে পারবে না।"

জিনিয়া হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল। ঘটনা এইভাবে মোড় ঘুরে যাবে এটা সে মোটেই ভাবে নি। মালেককে সরিয়ে দেয়াটা তার ঠিক হয় নি। মিজানের পক্ষে এটা বন্ধ করা সম্ভব হবে না। সে মনস্থির করে ফেলল। মালেককে ফোন লাগাল। কয়েক বার বাজতে ফোন ধরল মালেক। "ভাবিস না, শাড়ী এনেছি।"

জিনিয়া কঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল, কিন্তু উত্তেজনা আটকানো গেল না। "ভাইয়া, বাসায় ফিরতে কতক্ষন লাগবে?"

সতর্ক হয়ে পড়ল মালেক। "মিনিট দশেক। সামনেই এজাক্সের একজিট। কেন রে?"

"যত তাড়াতাড়ি পারিস চলে আয়। জুলেখাকে এক মৌলভী এসে জ্বীন ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। ওকে মারছে সে। রক্ত বের করে দিয়েছে।"

মালেক অবাক হয়ে বলল, "কি বলছিস এসব? দুষ্টামী করছিস?"

জিনিয়া দ্রুত বলল, "না, সত্যি বলছি। বাবার ধারনা জুলেখার উপর জ্বীনের আছর হয়েছে। শয়তানের আছর। তার নাকি কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। শরীরেও ভীষণ জোর। রহমত চাচা গ্রামে গিয়ে অনেক উদ্ভট গল্প শুনে এসেছে তার সম্বন্ধে। এখন মোল্লা নামের এক লোককে নিয়ে এসেছে। সে নাকি জ্বীন ঝাড়তে পারে। আমার কাছে এসব ভালো লাগছে না।"

কথাগুলো মাথায় ঢুকতে বোধহয় একটু সময় লাগল মালেকের। হঠাৎ এই জাতীয় একটা কিছু শুনবার জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কি করতে হবে সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হল না। সে গাড়ীর গতি অনেক বাড়িয়ে দিল। "আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

জিনিয়া ফোন রেখে দিয়ে ছটফট করতে লাগল। বাবার ঘর থেকে মোল্লার চীৎকার, জুলেখার বেদনাকাতর আর্তনাদ এবং একটু পর পরই চাঁদনীর কর্কশ, রুক্ষ কণ্ঠের হুংকার শোনা যাচ্ছে। মোল্লা তার বেত চালিয়ে যাচ্ছে। নিজের ঘর থেকেও বেতের আঘাতের শব্দ শুনতে পাচ্ছে জিনিয়া। মালেক পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক দেরী হয়ে যেতে পারে। সে চারদিকে তাকাল যদি আক্রমণ করবার মত কিছু পাওয়া যায়। কলম, হ্যাঙ্গার, বই ছাড়া আর কিছু

চোখে পড়ল না। তার পর হঠাৎ মাথায় এলো রান্নাঘরে অনেক সব্জী কাটার ছুরি আছে। সে একরকম ছুটে নীচে চলে এল। রান্নাঘরে কোথায় কি থাকে মোটামুটি জেনে গেছে সে। একটা ড্রয়ারে নানা সাইজের ছুরি রাখা আছে। সে মাঝারী সাইজের ধারালো একটা ছুরি হাতে তুলে নিল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে জুলেখার উপর এই নির্যাতন সহ্য করতে পারবে না। রহমত চাচা এবং বাবা কেন মোল্লাকে যা ইচ্ছা তাই করতে দিচ্ছে সে জানে না, কিন্তু জুলেখাকে রক্ষা করবার চেষ্টা তাকে করতেই হবে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো সে। মিজানের ঘরে চলে এলো। ভেতরে ঢুকতে দেখল মোল্লা বেত হাতে জুলেখার উপর ঝুঁকে পড়েছে। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে কথা বলছে । "এবার তোর হাতে মারব। এখনও বলছি, ভালোয় ভালোয় যা। আমার হাত থেকে আজ তোর রক্ষা নাই। "

জুলেখার কান্না ভেজা কণ্ঠ শোনা গেল। "আমাকে আর মারবেন না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে বাঁচান আপনারা।"

মিজান নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে কিন্তু এগিয়ে যাবার তার সাহস নেই। মোল্লা গর্জে উঠল, "বাইর হ, হারামজাদী। নইলে তোর জমিনকে আমি শেষ করে দেব। সেটাই তুই চাস, ঠিক কিনা?"

মুহূর্তের মধ্যে কণ্ঠস্বর পালটে গেল জুলেখার। তার মুখে বীভৎস হিংস্রতা ফুটে উঠল। মোল্লার কণ্ঠকে ছাপিয়ে গর্জে উঠল সে, "তুই বাঁচবি না। আমার জমিনের কিছু হলে তোদের সবাইকে আমি মারব।"

মোল্লা জুলেখার শরীরে ঠাস করে বেতের বাড়ি বসিয়ে দিল। চীৎকার করে ব্যাথায় ককিয়ে উঠল জুলেখা। জিনিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুরি হাতে এগিয়ে গেল মোল্লার দিকে। "সরে যান। সরে যান, বলছি। ওর গায়ে আর একবারও যদি মেরেছেন তাহলে আমিও আপনাকে ছুরি মারব।"

উদ্দত ছুরি দেখে মোল্লা দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল। জিনিয়া বিছানার সামনে ছুরি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মোল্লা সতর্ক গলায় বলল, "এটা ঐ চাঁদনীর কাজ। সহজ, সরল মানুষদেরকে ও সহজেই ভুলিয়ে ফেলতে পারে। ওনাকেও ভুলিয়েছে। রহমত ভাই, ওনাকে তাড়াতাড়ি সরান, নইলে চাঁদনী এরপর কি করে বসবে কে জানে।"

রহমত এগিয়ে এল। "মা, ভুল করিস না। এই সবই চাঁদনীর খেলা। ও জুলেখার গলায় কথা বলছে। জানে, জুলেখার গলা শুনলে তোর মন নরম হবে। আমার কথা বুঝতে পারছিস?"

জিনিয়া মাথা নাড়ল। "না, বুঝতে পারছি না। এইসব আমার ভালো লাগছে না। দরকার হয় তাকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে। ওঝায় হবে না। তোমরা সবাই চলে যাও।"

জুলেখা করুন গলায় বলে উঠল, "আমাকে বাঁচাও, জিনিয়া। ঐ লোকটা আমাকে মেরে ফেলবে। আমাকে বাঁচাও!"

মিজান ক্লান্ত গলায় বলল, "এটাতো জুলেখারই গলা। এটা তো চাঁদনী না। জিনিয়া তো ঠিকই বলেছে।"

মোল্লা কঠিন গলায় বলল, "আপনিও ঐ শয়তানীর ফাঁদে পা দিয়েছেন? এই সবই ওর ছলনা। আমাকে আর একটু সময় দিন। আমি ওকে বের করে ছাড়বই। ওর প্রেমিক আমার হাতে। জ্যোৎস্নায় ও দূর্বল। এই সুযোগ হেলায় ফেলায় হারিয়ে গেলে বিশাল একটা ভুল হবে। দয়া করে ওনাকে সরতে বলুন। বিশ্বাস করুন, এটা আমাদের সবার নিরাপত্তার ব্যাপার। সুযোগ

পেলে ও আমাদের সবাইকে শেষ করে দেবে।"
সদর দরজায় আচমকা কলিং বেল বেজে উঠল। জিনিয়া চমকে উঠে বলল, "ভাইয়া এসে গেছে। বাবা, দরজা খুলে দাও।"
মিজান দ্বিধা করছে দেখে সে নিজেই ছুটে যাচ্ছিল, কিন্তু পর মহূর্তে থমকে দাঁড়াল। জুলেখাকে একা ফেলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? ইতিমধ্যে ওদেরকে চমকে দিয়ে আবার তারস্বরে বেজে উঠল কলিং বেল। বাজতেই থাকল। মোল্লা জিনিয়ার ইতস্ততার সুযোগ নিল। দু' পা সামনে এগিয়ে এসে চটাস করে জিনিয়ার ছুরি ধরা হাতে সে বেত দিয়ে জোরে একটা বাড়ি দিল। ব্যাথায় ককিয়ে উঠল জিনিয়া। তার হাত থেকে ছুরিটা ছিটকে পড়ে গেল। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল মোল্লা। রহমত এগিয়ে আসছিল জিনিয়াকে ধরার জন্য কিন্তু জিনিয়া শরীর বাঁকিয়ে তার হাতের নাগালের বাইরে গিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল। দরজাটা খোলা দরকার। মালেককে দরকার। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নীচে নেমে দরজা খুলল। ছিটকে ভেতরে ঢুকল মালেক। তার ঠিক পেছনেই মাইক।
মালেক সংক্ষেপে বলল, "মাইককে খবর দিয়েছিলি নাকি? ও দেখি ড্রাইভয়েতে গাড়ী রেখে দাঁড়িয়ে আছে। জুলেখা কোথায়? উপরে, বাবার ঘরে? মাইক, আমার সাথে এসো।"
জিনিয়াকে পেছনে ফেলে দু' জনে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে উপরে উঠে গেল। জিনিয়া দরজাটা বন্ধ করে ওদের পিছু নিল। মাইকের হঠাৎ এই সময়ে এখানে আসার ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকল না। যতদূর জানে মিজান তাকে আজ আসতে বলে নি। তবে কি সত্যি সত্যিই চাঁদনীর কোন ক্ষমতা আছে। মিজানের কাছে শুনেছে চাঁদনী একবার মাইকের জীবন বাঁচিয়েছিল। তখনই কি মাইকের সাথে তার একটা যোগাযোগ তৈরী হয়? সেটা কি সম্ভব? মাইক হয়ত এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, ভেবেছে মিজানের সাথে দেখা করে যাবে।
ওরা মিজানের ঘরে এসে ঢুকতে সেখানে এলাহী কান্ড ঘটে গেল। মালেক মোল্লাকে বেত হাতে জুলেখার উপর ঝুঁকে থাকতে দেখে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মোল্লা মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে গেল। তার শরীরের উপর চড়াও হয়ে মুখে ধাঁই ধাঁই করে কয়েকটা ঘুষি চালাল মালেক, মোল্লার নাক মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এল। রহমত মোল্লাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসছিল, মাঝপথে মাইক তাকে থামিয়ে দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিল। বেসামাল হয়ে পেছনে কয়েক পা গিয়ে মেঝেতে ধপাস করে পড়ল রহমত। মিজান জিনিয়াকে লক্ষ্য করে বিড়বিড়িয়ে বলল, "মাইক এখানে কি করছে? তুই ডেকেছিলি? "
জিনিয়া মাথা নাড়ল। মাইক মেঝেতে পড়ে থাকা ছুরিটা লক্ষ্য করেছে। নীচু হয়ে সেটাকে তুলে নিল সে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে জুলেখার বাঁধন কাটতে শুরু করল। মালেক মোল্লাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মাইকের সাথে হাত লাগাল সে। তাকে দেখেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল জুলেখা। "মালেক, তুমি এসেছ! ঐ লোকটা আমাকে মারছিল। আমি কিচ্ছু করিনি। বিশ্বাস কর।"
জুলেখাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বিছানা থেকে নীচে নামতে সাহায্য করল মালেক। নরম গলায় বলল, "আমি এসে গেছি। আর কোন চিন্তা নেই। কেউ তোমাকে আর ব্যাথা দেবে না।"
মোল্লা মুখের রক্ত মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল। সে কাতর গলায় বলল, "আপনি কত বড় ভুল করছেন আপনার কোন ধারনা নেই। জুলেখার ভেতরে একটা ডাকিনী বাস করে। ওকে নিয়ে

যাবেন না...প্লিজ!"
রহমতও উঠে দাঁড়িয়েছে। সে যোগ করল, "বাবা মালেক, তুমি ওর সম্বন্ধে কিছুই জানো না..."
মালেক রাগী গলায় বলল, "জিনিয়ার মুখে সব শুনেছি। এই সব ভৌতিক কেচ্ছা আপনারা আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন? ওর যদি মানসিক অসুবিধা থাকে ও মানসিক ডাক্তারের কাছে যাবে। এই সব ঝাড় ফুঁক চলবে না। ঐ লোকটাকে এক্ষুনী চলে যেতে বলেন। আমি ওর মুখ দেখতে চাই না।"
মালেকের শরীরে ভর দিয়ে খাট থেকে নেমে এলো জুলেখা। তার শরীরে ক্ষতের চিহ্ন। গালে স্পষ্ট শুকনো অশ্রুর দাগ। অনেকক্ষণ একইভাবে শুয়ে থাকায় তার হাত পা দূর্বল বোধ হচ্ছে। পড়ে যাচ্ছিল। মালেক তাকে শক্ত করে ধরে দাঁড়াতে সাহায্য করল। জিনিয়া আলোগুলো সব জ্বালিয়ে দিল। মুহূর্তে চাঁদের রুপালী আলো ছাপিয়ে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে চারদিক প্লাবিত হয়ে গেল। ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল জুলেখা। তার আচমকা পরিবর্তন মালেক খেয়াল করল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু মোল্লা করল। সে চীৎকার করে উঠল, "অনেক ভুল করলেন। এবার সবাইকে ভুলের মাশুল দিতে হবে।"
কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই জুলেখা একটা অভাবনীয় কাজ করল। সে এক হাতের আলতো ধাক্কায় মালেককে ফুট দশেক দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মোল্লার দিকে এগিয়ে গেল। তার সারা মুখে ক্ষনিক আগের সেই করুন ভাবের কোন চিহ্ন নেই। সেখানে ভয়ানক হিংস্রতা ফুটে উঠেছে। দুই চোখে প্রতিশোধের আগুন। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, "এবার কোথায় যাবি তুই?"
মোল্লার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কিন্তু সে জানে তার কাছে তুরুপের তাস আছে। প্রচন্ড রেগে থাকলেও ঝট করে তার কোন ক্ষতি চাঁদনী করবে না। মোল্লার হাতে বন্দী হয়ে আছে জমিন। মোল্লা বুক টান টান করে দাঁড়াল। "আমার কিছু হলে তোর জমিনকে তুই কোন দিন পাবি না।"
প্রচন্ড রাগে ফুঁসছে চাঁদনী, চাপা গর্জনের শব্দে যেন থর থর করে কেঁপে উঠছে ঘরটা, দুই চোখে উপচে পড়ছে ঘৃণা আর ক্রোধ। কিন্তু ঝট করে মোল্লাকে আক্রমণ করল না সে। হাতের কাছে একটা চেয়ার পেয়ে সেটাকে উঁচুতে তুলে প্রচন্ড জোরে মেঝেতে আছড়ে ফেলল। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল চেয়ারটা। আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠল মেঝে। এক পা এক পা করে এগিয়ে মোল্লার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। মোল্লা বেপরোয়ার মত তার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠোঁটের ফাকে বিদ্রুপের হাসি। "মার! মার আমাকে! তোর জমিনকে সাথে নিয়ে মরব আমি। তখন কেঁদে কেঁদে মরবি তুই। হাঃ হাঃ হাঃ..."
দুই হাতে মোল্লার কাঁধ চেপে ধরল চাঁদনী, মোল্লার মাংশের মধ্যে তার নখ ডেবে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন যে কোন মুহূর্তে হাড্ডি গুড্ডি গুড়িয়ে ফেলবে। গর্জে উঠল সে, "ছেড়ে দে জমিনকে। ছেড়ে দে।"
"তুই জুলেখাকে ছাড় আগে," মোল্লা এই অবস্থাতেও সাহস বজায় রেখে চিৎকার করে পালটা দাবী করে।